মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ফ্লাইওভার উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, ঢাকা, শুক্রবার, ২৬ আশ্বিন ১৪২০, ১১ অক্টোবর ২০১৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

''মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ফ্লাইওভার" এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

ঈদ-উল-ফিতরের আগে পবিত্র রমজান মাসে আমরা কুড়িল ফ্লাইওভার উদ্বোধন করি। এটি ছিল রাজধানীবাসীর জন্য ঈদ-উল-ফিতরের উপহার। আজ পলাশী থেকে যাত্রাবাড়ী পর্যন্ত ১১ দশমিক ৭ কিলোমিটার দীর্ঘ দেশের বৃহত্তম ফ্লাইওভারের উদ্বোধন করছি। আওয়ামী লীগ সরকারের পক্ষ থেকে রাজধানী তথা দেশবাসীর জন্য এ ফ্লাইওভার আসন্ন ঈদ-উল-আযহার উপহার। বছরের শুরুতে জানুয়ারী মাসের ২ তারিখে হাতিরঝিল প্রকল্প উদ্বোধনের মাধ্যমে আমরা ঢাকাবাসীকে ইংরেজী নববর্ষের শুভেচ্ছা দিয়েছিলাম। আমরা প্রতিটি উৎসবের সাথে সাথে দেশবাসীকে নতুন নতুন উপহার দিয়ে উৎসব আনন্দকে দ্বিগুণ করে তুলি। আমরা সরকারে আসি জনগনকে দিতে, নিতে নয়। আওয়ামীলীগ সরকার সবসময়ই জনগণের সরকার।

সুধিমন্ডলী,

এই ফ্লাইওভার বাংলাদেশের প্রথম পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ প্রকল্প। ফ্লাইওভারের ডিজাইন ও নির্মাণ পদ্ধতিতে আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ করা হয়েছে। যাত্রাবাড়ী-সায়েদাবাদ-গুলিস্থান-ফুলবাড়িয়া-পলাশী অভিমুখী সড়ক এখন চারলেন বিশিষ্ট আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন সড়কে পরিণত হয়েছে।

ঢাকা মহানগরীর অন্যতম প্রধান গেটওয়েতে নির্মিত এ ফ্লাইওভার মহানগরীর যানযট নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সায়েদাবাদ হয়ে ঢাকায় প্রবেশগামী যাত্রীদের কষ্ট দূর হবে। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে যোগাযোগ ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটবে। পণ্য পরিবহন দ্রুততর হবে। এটি বাস্তবায়নাধীন পদ্মাসেতুর সংযোগ (connectivity) হিসাবে কাজ করবে। চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরসহ দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের ৩০ জেলার মানুষের রাজধানীর সাথে যোগাযোগ সহজ হবে। মানুষের কর্মঘণ্টা বৃদ্ধি পাবে। আমদানীকৃত জ্বালানীর সাশ্রয় হবে। মহানগরীর জনসংখ্যা চাপ হ্রাস পাবে। এ ফ্লাইওভার দেশের অর্থনীতিতে বহুমাত্রিক ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে আমার বিশ্বাস।

ফ্লাইওভারটি উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে আমাদের অন্যতম একটি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির সফল বাস্তবায়ন হল।

সুধিবৃন্দ,

এবার সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই আমরা রাজধানী ঢাকার উন্নয়নকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি। যানজটমুক্ত ও আধুনিক ঢাকা গড়ে তোলার জন্য আমরা Strategic Transport Plan এর আওতায় ফ্লাইওভার, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, কম্যুটার ট্রেন, ভূগর্ভস্থ টানেল, ঢাকা শহরের চারিদিকে রিং রোড ও ওয়াটারওয়ে নির্মাণসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। ঢাকার জলাবদ্ধতা, নদী দূষণ, পরিবেশ দূষণ, অপরিকল্পিত নগরায়ন, আবাসন ও অন্যান্য নাগরিক সুযোগ-সুবিধা প্রসারে আমরা ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি।

মিরপুর-এয়ারপোর্ট রোডে জিল্লুর রহমান ফ্লাইওভার, কুড়িল-বিশ্বরোড ফ্লাইওভার, বনানী রেল ক্রসিংয়ে ওভারপাস নির্মাণ করা হয়েছে। ২৬ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ কাজ চলছে। মহানগরীতে আরও একাধিক বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আমরা রাজধানীর সর্ববৃহৎ দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্যশৈলীর নিদর্শন হাতিরঝিল প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছি।

আমাদের এসকল প্রকল্প মহানগরীর যানযট নিরসন ও সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। মেট্রোরেল এবং তেজগাঁও-মৌচাক ফ্লাইওভার প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে নগরবাসীর চলাচল আরও স্বচ্ছন্দ হবে।

আমরা বিভাগীয় শহরগুলোর উন্নয়নেও ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছি। চট্টগ্রাম বন্দর সংযোগ ফ্লাইওভার নির্মাণ করা হয়েছে। আগামীকাল চার লেন বিশিষ্ট ১ দশমিক ৪ কিলোমিটার দীর্ঘ বহদ্দারহাট ফ্লাইওভার চট্টগ্রামবাসীর জন্য উন্মুক্ত করা হবে। চট্টগ্রামের দেওয়ান হাট ফ্লাইওভারটিও শ্রীঘ্রই উদ্বোধন করা হবে। চট্টগ্রাম সিটি আউটার রিং রোড প্রকল্প এবং শাহ আমানত ব্রিজ থেকে শাহ আমানত এয়ারপোর্ট পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের কাজ চলছে। টঙ্গী-কালিগঞ্জ রেলক্রসিংয়ে আহসান উল্লাহ মাস্টার উড়াল সেতু নির্মাণ করা হয়েছে।

সুধিমন্ডলী,

আমরা সড়ক, রেল, নৌসহ যোগাযোগের প্রতিটি খাতে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকান্ড বাসত্মবায়ন করেছি। ১৩ টি বৃহৎ সেতু নির্মাণ করেছি। আরও কয়েকটি বৃহৎ সেতু নির্মাণাধীন রয়েছে। ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীত করা হয়েছে। ঢাকা-চট্টগ্রাম, নবীনগর-চন্দ্রা এবং ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীত করার কাজ চলছে।

দেশের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন করা হয়েছে। আভ্যন্তরীণ নৌপথের নাব্যতা রক্ষা ও নৌ চলাচল নিরাপদ করতে আমরা দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি। নদী ড্রেজিং এর ব্যবস্থা করেছি। এতে নদীর নাব্যতা বেড়েছে এবং ভূমি উদ্ধার হয়েছে।

ঢাকা শহরের চারপাশের নদীর দূষণ রোধে এর তলদেশের বর্জ্য অপসারণের কাজ শুরু করেছি। বুড়িগঙ্গা নদী তীরের অবৈধ স্থাপনা অপসারণ করা হয়েছে। বুড়িগঙ্গা নদীর দূষণ রোধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে এ নদী এখন ধীরে ধীরে জলজ প্রাণীর বাসযোগ্য হয়ে উঠছে।

সুধিবৃন্দ,

কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা, দারিদ্র্য বিমোচন, গ্রামীণ উন্নয়নসহ সকল খাতে আমরা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন করেছি। কোন কোনও ক্ষেত্রে তার চেয়েও অনেক বেশী কাজ করেছি।

বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও বিগত ৫ বছর যাবৎ আমরা জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশের উপরে রাখতে পেরেছি। যেখানে স্বাধীনতার ৩৬ বছরে আমাদের মাথাপিছু জাতীয় আয় দ্বিগুণ হয়েছিল সেখানে গত সাড়ে ৪ বছরে আমরা মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ করে ১০৪৪ মার্কিন ডলারে উন্নীত করেছি।

আমরা একটি সর্বজন স্বীকৃত জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছি। একটি যুগোপযোগী জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন করেছি। নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজসহ অসংখ্য প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেছি। আমাদের কৃষিবান্ধব নীতির কারণে দেশ এখন খাদ্যে প্রায় স্বয়ং সম্পূর্ণ।

দেশে ৬ হাজার ৬৭৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। উৎপাদন ক্ষমতা ৯,৬৬৩ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশে এই প্রথম আমরা পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণকাজ শুরু করেছি।

স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রশাসনসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রতিটি খাতকে আমরা তথ্য-প্রযুক্তির আওতায় এনেছি। দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে তথ্য ও সেবাকেন্দ্র চালু করেছি। পল্লী অঞ্চলের জনগণ দ্রুত, সহজে ও স্বল্পব্যয়ে বিভিন্নমুখী সেবা পাচ্ছেন। গ্রাম ও শহরের মধ্যে বৈষম্য হ্রাস পেয়েছে। মোবাইল ফোনের সিমের সংখ্যা ১০ কোটি এবং ইন্টারনেট গ্রাহকসংখ্যা সাড়ে তিন কোটিতে উন্নীত হয়েছে। আমি আশা করি, ২০২১ সালের অনেক আগেই আমরা 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠা করতে পারবো।

দেশে বিনিয়োগ বেড়েছে। রপ্তানি বেড়েছে। সরকারি-বেসরকারি খাতে প্রায় ৮০ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। দারিদ্রের হার ২৬ শতাংশের নিচে নেমে এসেছে। ৫ কোটি মানুষ নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্তে উঠে এসেছে।

আমরা এমজিডি এ্যাওয়ার্ড, সাউথ সাউথ এ্যাওয়ার্ডসহ অসংখ্য আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছি। আমরা সমুদ্র জয় করেছি। এভারেস্ট জয় করেছি। প্রতিটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ আজ বিশ্বের বুকে উন্নয়নের রোল মডেল।

বিএনপি-জামাত-হেফাজত যতই অপপ্রচার করুক, দেশের উন্নয়নের জন্য জনগণ বার বার আওয়ামী লীগ সরকারকেই দেখতে চায়। কারণ আওয়ামী লীগ জনগণের উন্নয়ন ও অধিকার আদায়ের রাজনীতি করে।

তাই দেশের উন্নয়নের জন্য সরকারের ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্য আপনাদের প্রতি আহ্বান জানাই। বিএনপি-জামাত-হেফাজতের অপপ্রচার ও ধ্বংসযজ্ঞ হতে দেশকে রক্ষা করতে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

সুধিমন্ডলী,

আগামী প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য ঢাকা মহানগরী গড়ে তুলতে হলে ঢাকার পরিবেশ ও নান্দনিক সৌন্দর্য রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরী। এলক্ষ্যে আমি নগরবাসীকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

এ প্রকল্প সফলভাবে সম্পন্ন করার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ফ্লাইওভারের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।